দৈনিক
ভোরের সময়

তারিখ 17 APR 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পুলিশ ও ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

বাউফলে দুই স্কুলছাত্রীর আপত্তিকর ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয় মোবাইলে

কৃষ্ণ কর্মকার, বাউফল

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দুই স্কুলছাত্রীর (১৫) সঙ্গে আপত্তিকর ছবি তুলেছেন এক পুলিশ সদস্য ও এক ছাত্রলীগ নেতা। পরে তারা ওই ছবি মুঠোফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এতে হুমকির মধ্যে পড়েছে ওই দুই ছাত্রীর জীবন। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় ব্যাপক তোলপাড় চলছে। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কেশবপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে, ওই পুলিশ সদস্য ও ছাত্রলীগ নেতা প্রভাবশালী হওয়ায় এ বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারছেন না। অসহায় হয়ে পড়েছে দুই স্কুলছাত্রীর পরিবার। এমনকি এ ঘটনার বিচার চাইতেও তারা ভয় পাচ্ছে।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার কেশবপুর ইউনিয়নের বাজেমহল গ্রামের বাসিন্দা ও পুলিশ সদস্য মো. সিরাজ (২২) একই এলাকার একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। একপর্যায়ে তারা আপত্তিকর ছবি তোলে। অন্যদিকে একই ইউনিয়নের মমিনপুর গ্রামের বাসিন্দা ও ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল মালেক সিকদার (২৫) একই এলাকার দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রেমের সম্পর্ক করে এবং ছাত্রীটির সঙ্গে আপত্তিকর ছবি তোলে। পরে ওই ছবি মুঠোফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে সামাজিক ও মানসিকভাবে চাপে পড়ে ছাত্রীর দুই পরিবার।

এলাকার একাধিক ব্যক্তি জানান, ওই সব আপত্তিকর ছবি মুঠোফোনে ছড়িয়ে পড়ায় ওদের (ছাত্রী) শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবন হুমকির মুখে পড়েছে। এমনকি লোকলজ্জায় জীবনও বিপন্ন হতে পারে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ প্রতিবাদ করতে পারছেন না। তারা এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

ভুক্তভোগী একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর পরিবার জানায়, বিষয়টি জানতে পেরে তার (সিরাজ) পরিবারের সদস্যদের জানালে তারা চেপে যাওয়ার জন্য বলে এবং বাড়াবাড়ি করলে তাদের (ছাত্রীর পরিবার) অনেক ক্ষতি হবে বলে হুমকি দেয়। এদিকে দশম শ্রেণির ছাত্রীর পরিবারের এক সদস্য বলেন, তারা (আবদুল মালেক) অনেক প্রভাবশালী। আমরা এর বিচার চাইলে এলাকা ছাড়ার হুমকি দেয়। কিন্তু ওর (ছাত্রীটির) ভবিষ্যৎ কি হবে? ক্ষতিগ্রস্ত উভয় পরিবার এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করে।

পুলিশ সদস্য মো. সিরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে তার পরিবারের সদস্যরা এ ঘটনাকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন।